আখেরাত সিরিজ–৮

আখেরাত পর্ব–৫

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আখেরাত সিরিজ-১ এ আখেরাতের ৩২ টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ৩২ টি ২য়টি 'আখেরাত' আজকের আলোচনার বিষয়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ইউসুফ ১২:৩৭

১. [হজরত ইউসুফ (আ:) তার কারা সাথীদের স্বপ্নের ব্যখ্যা বর্ণনার পূর্বে বলেছিলেন]: আমি বর্জন করেছি সেসব লোকদের মত ও পথ যারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী।

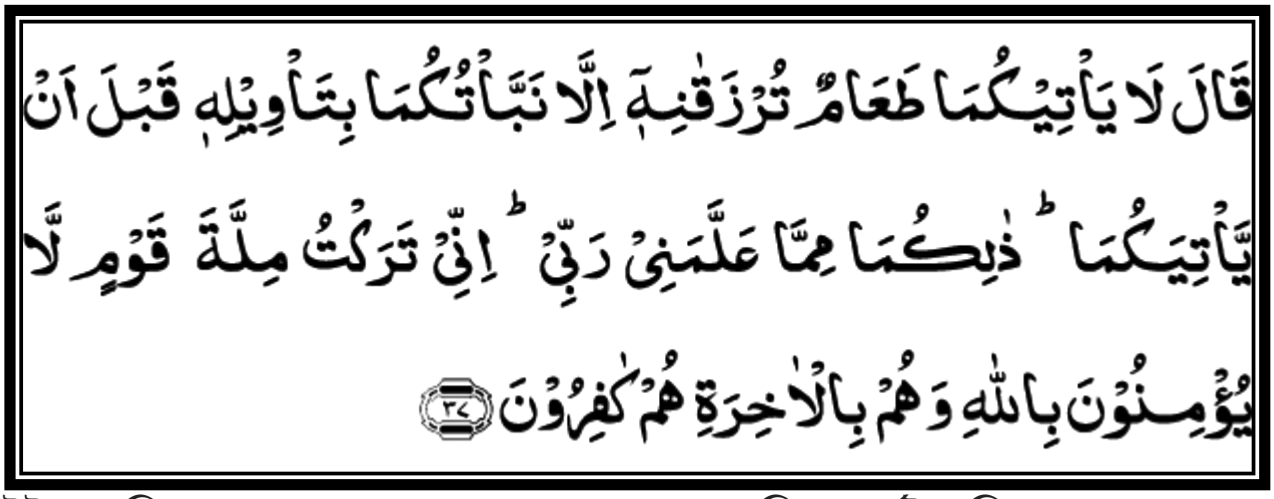
قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ
يَّاْتِيَكُمَا ؕ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ ؕ اِنِّىْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا
يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

ইউসুফ বলিল, তোমাদেরকে যে খাদ্য দেওয়া হয় তাহা আসিবার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানাইয়া দিব। আমি যাহা তোমাদেরকে বলিব তাহা, আমার প্রতিপালক আমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা হইতে বলিব। যে সম্প্রদায় আল্লাহে বিশ্বাস করে না আখিরাতে অবিশ্বাসী আমি তাহাদের মতবাদ বর্জন করিয়াছি। (সূরা ইউসুফ ১২:৩৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ইউসুফ ১২:৫৭

২. তাছাড়া যারা ঈমানের ভিত্তিতে তাকওয়া নীতি অবলম্বন করে, তাদের জন্য আখেরাতের পুরস্কার অবশ্যই উত্তম।

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٧﴾

যাহারা মুমিন ও মুত্তাকী তাহাদের আখিরাতের পুরস্কার উত্তম. (সূরা ইউসুফ ১২:৫৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ইউসুফ ১২:১০১

৩. [রাষ্ট্র প্রধান হযরত ইউসুফ (আ:) এর দোয়া] এই পৃথিবীর জীবনে ও আখেরাতে তুমিই আমার অভিভাবক। তোমার প্রীতি আত্মসমর্পনকারী হিসেবে আমাকে মৃত্যু দান কর এবং আমাকে সাথি বানিয়ে দাও সালেহ লোকদের।

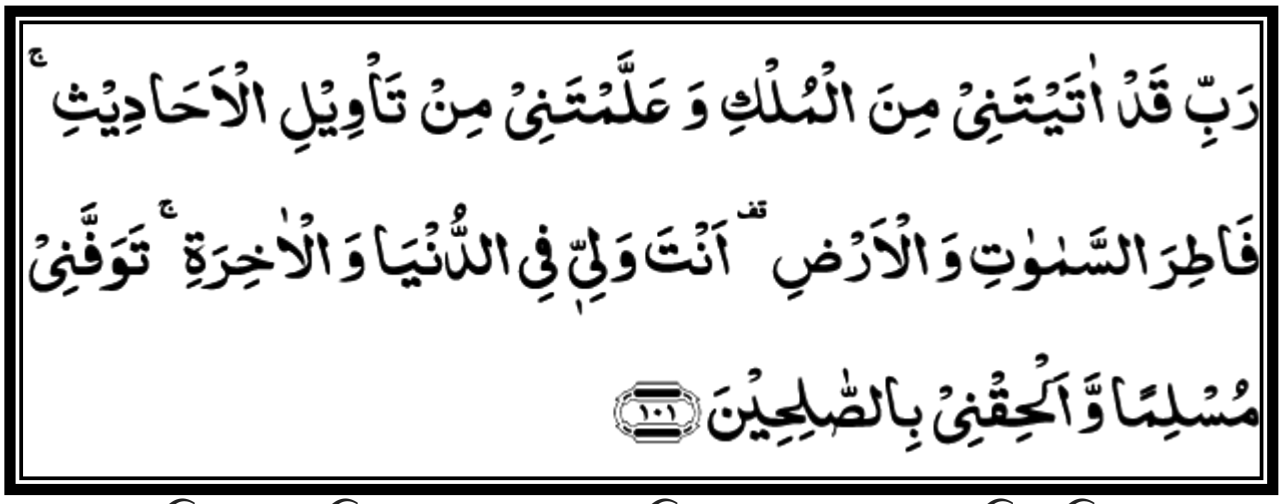
رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ
فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۫ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ
مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠١﴾

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করিয়াছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়াছো হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণ অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা ইউসুফ ১২:১০১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ইউসুফ ১২:১০৯

৪. যারা আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে, তাদের জন্যে আখেরাতের ঘরই উত্তম।

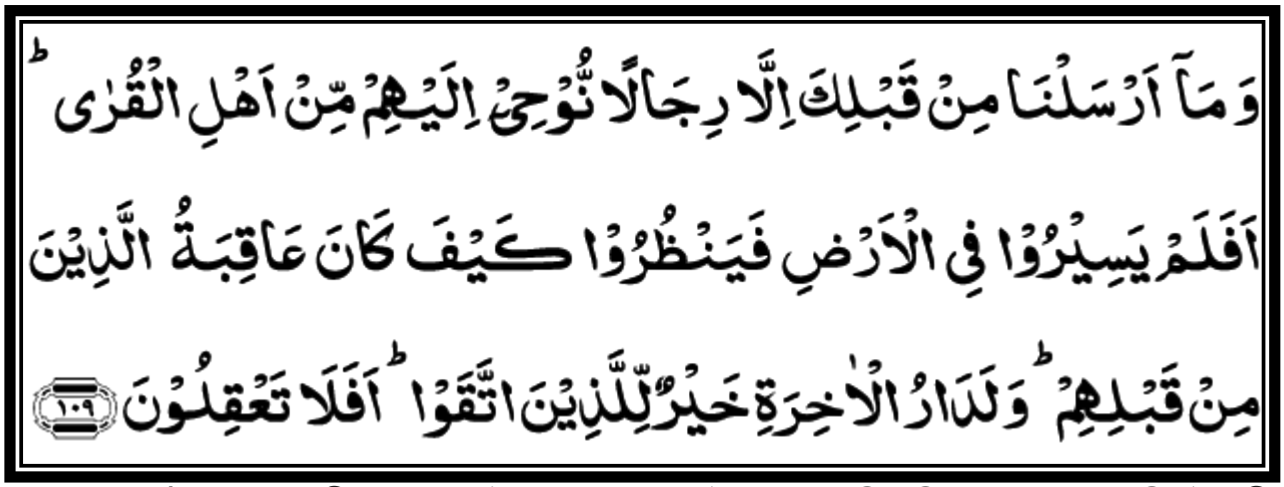
وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ؕ
اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَ لَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٩﴾

তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হইতে পুরুষগণকেই প্রেরণ করিয়াছিলাম, যাহাদের নিকট ওহী পাঠাইতাম। তাহাদের কি পরিনাম হইয়াছিল তাহা কি দেখে নাই? যাহারা মুত্তাকী তাহাদের জন্য পরলোকই শ্রেয়; তোমরা কি বুঝ না? (সূরা ইউসুফ ১২:১০৯)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: রা'দ ১৩:২৬

৫. তারা দুনিয়ার জীবন নিয়েই উৎফুল্ল, অথচ দুনিয়ার জীবন আখেরাতের তুলনায় একটি ক্ষনস্থায়ী ভোগের সময় মাত্র।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَ
مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন; কিন্তু ইহার পার্থিব জীবনে উল্লসিত, অথচ দুনিয়ার জীবন তো আখিরাতের তুলনায় ক্ষনস্থায়ী ভোগমাত্র। (রা'দ ১৩:২৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: রা'দ ১৩:৩৪

৬. দুনিয়ার জীবনে ও তাদের জন্যে রয়েছে আযাব, আর আখেরাতের আযাব তো আরো কঠোর।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ
وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٣٤﴾

উহাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে আছে শাস্তি এবং আখিরাতের শাস্তি তো আরো কঠোর! এবং আল্লাহর শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার উহাদের কেহ নাই। (রা'দ ১৩:৩৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ইব্রাহিম ১৪:৩

৭. যারা দুনিয়ার জীবনকে বেশি মোহাব্বত করে আখেরাতের চাইতে, আর আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং তাতে সন্ধান করে বক্রতার, তারা বিপথে চলে গেছে বহুদূর।

الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٣﴾

যাহারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের চেয়ে বেশি ভালোবাসে, মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর পথ হইতে এবং আল্লাহর পথ বক্র করিতে চাহে; উহারাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে। (সূরা ইব্রাহিম ১৪:৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা ইব্রাহিম ১৪:২৭**

৮. আল্লাহ মুমিনদের মজবুত অটল রাখেন মজবুত অটল কথার ভিত্তিতে দুনিয়ার জীবনেও এবং আখেরাতেও।

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى
الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ۬ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾

যাহারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাহাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যাহারা জালিম আল্লাহ উহাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখিবেন। আল্লাহ যাহা ইছা তাহা করেন।

(সূরা ইব্রাহিম ১৪:২৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা নাহল ১৬:২২**

৯. তোমাদের ইলাহ-এক ও একক ইলাহ। সুতরাং যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না, তাদের অন্তর সত্য বিমুখ এবং তারা দাম্ভিক।

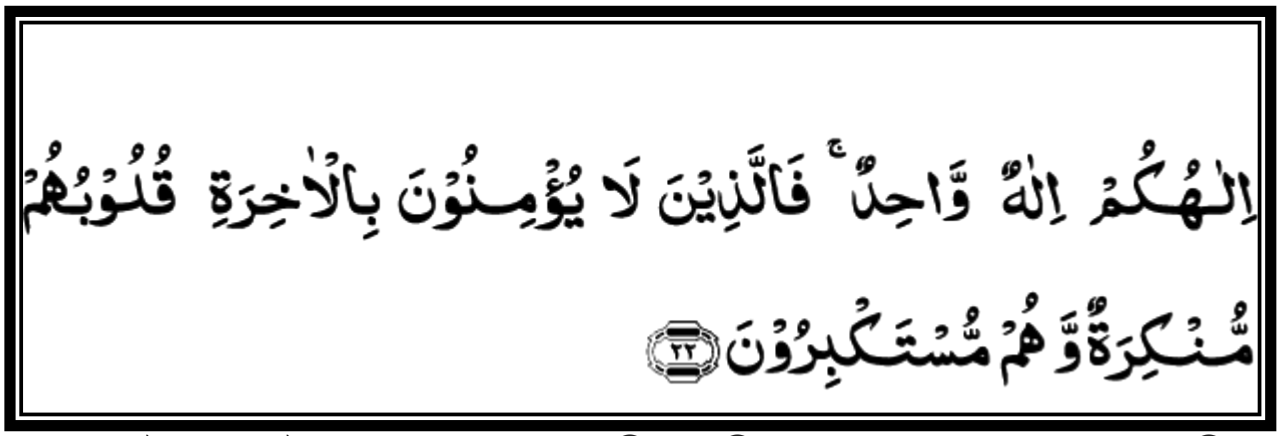
اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ
مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٢٢﴾

তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, সুতরাং যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের অন্তর সত্য বিমুখ এবং তাহারা অহংকারী। (সূরা নাহল ১৬:২২)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা নাহল ১৬:৩০**

১০. যারা এই দুনিয়ায় ইহসান করে তাদের জন্যে রয়েছে হাসান (কল্যাণ) আর তাদের জন্যে আখেরাতের অবাস আরো উত্তম।

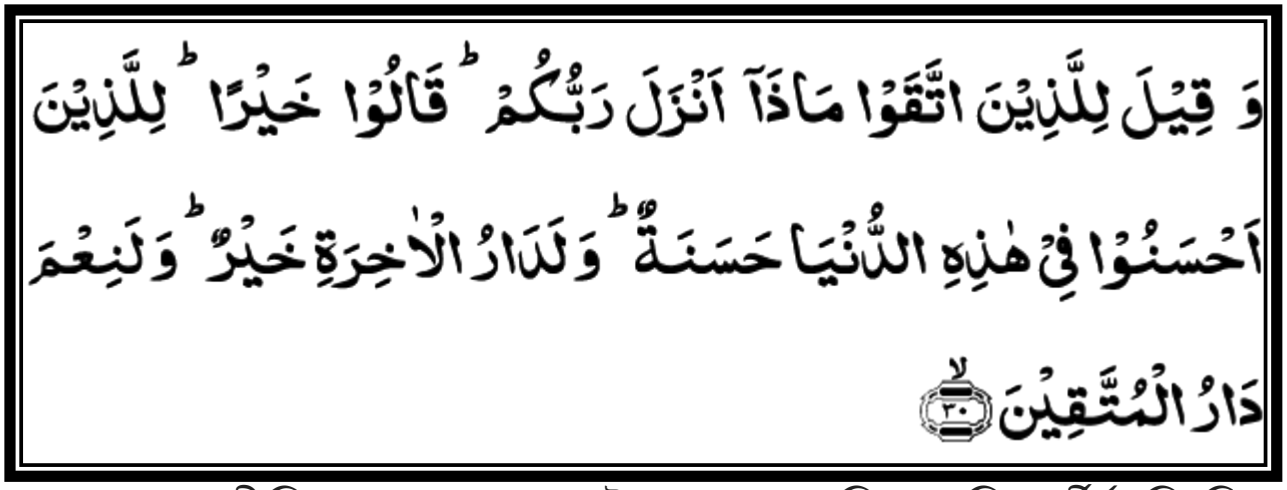
وَ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوْا خَيْرًا ؕ لِلَّذِيْنَ
اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ؕ وَلَنِعْمَ
دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ۙ﴿۳۰﴾

এবং যাহারা মুত্তাকী ছিলো তাহাদেরকে বলা হইবে, তোমাদের প্রতিপালক কি অবর্তীর্ণ করিয়াছিল? তাহারা বলিবে, মহাকল্যাণ। যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে এই দুনিয়ায় মঙ্গোল এবং আখিরাতের আবাস আরো উৎকৃষ্ট এবং মুত্তাকিদের আবাসস্থল কত উত্তম। (সূরা নাহল ১৬:৩০)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা নাহল ১৬:৪১**

১১. যারা অত্যাচারিত হবার পর হিজরত করেছে, আমরা অবশ্যই দুনিয়ার তাদের উত্তম আবাস দেবো, আর আখেরাতের পুরস্কার তো অনেক বড়।

وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۙ﴿۴۱﴾

যাহারা অত্যাচারিত হইবার পর আল্লাহর পথে হিজরত করিয়াছে, আমি অবশ্যই তাহাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দিবো; এবং আখিরাতের পুরস্কারই তো শ্রেষ্ঠ। হায়, উহারা যদি তা জানতো! (সূরা নাহল ১৬:৪১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা নাহল ১৬:৬০**

১২. যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না, তারা ভীষণ নিকৃষ্ট স্বভাবের লোক।

لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ؕ
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۧ﴿۶۰﴾

যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না উহারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির, আর আল্লাহ তো মহত্তম প্রকৃতির; এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা নাহল ১৬:৬০)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা নাহল ১৬:১০৭**

১৩. তারা (কাফিররা) দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠٧﴾

ইহা এইজন্য যে, তাহারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। (সূরা নাহল ১৬:১০৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা নাহল ১৬:১০৯**

১৪. নিশ্চয়ই আখেরাতে এরা (কাফিররা) হবে ক্ষতিগ্রস্থ।

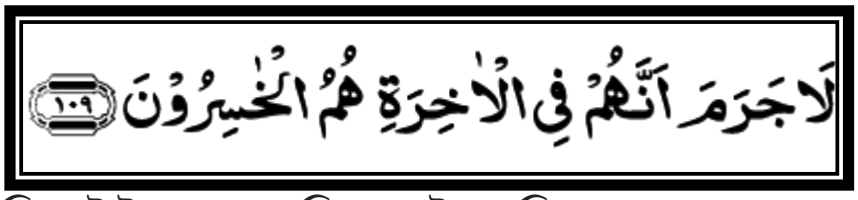
لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٠٩﴾

নিশ্চয়ই উহারা তো আখিরাতে হইবে ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা নাহল ১৬:১০৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা নাহল ১৬:১২২**

১৫. [ইব্রাহিম (আ:) সম্পর্কে বলা হচ্ছে] আমরা তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম কল্যাণ এবং নিশ্চয়ই আখেরাতেও সে থাকবে সালেহ লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

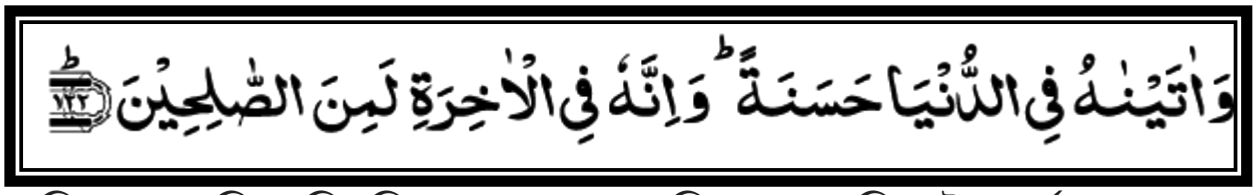
وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ۭ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٢٢﴾

আমি তাহাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গোল এবং আখিরাতেও, সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। (সূরা নাহল ১৬:১২২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা বনি ইসরাঈল ১৭:১০**

১৬. যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না অবশ্যই আমরা তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব।

وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٠﴾

এবং যাহারা আখিরাতে ঈমান আনে না তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি মর্মন্তুদ শাস্তি। (সূরা বনি ইসরাঈল ১৭:১০)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা বনি ইসরাঈল ১৭:১৯**

১৭. যারা এরাদা করে আখেরাত পাওয়ার এবং তার জন্যে প্রচেষ্টা চালায় উপযুক্ত প্রচেষ্টা মুমিন অবস্থায়, তাদের প্রচেষ্টা অবশ্যই কবুল করা হয়।

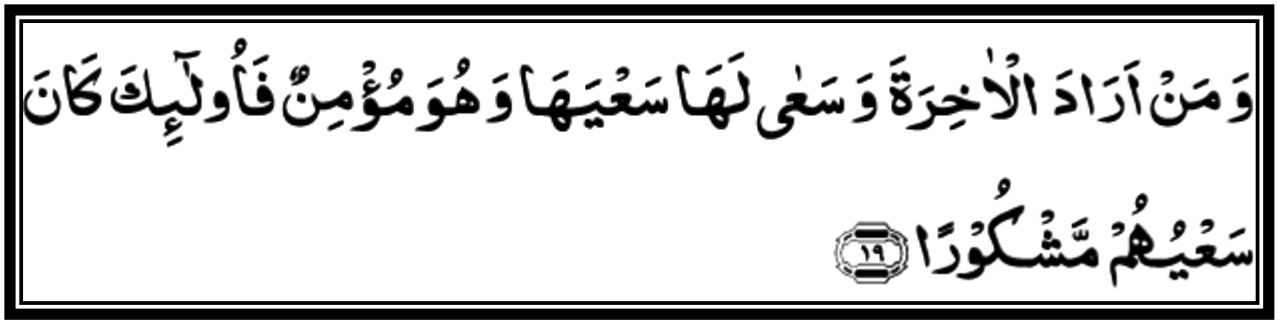
وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾

যাহারা মুমিন হইয়া আখিরাত কামনা করে এবং উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টা পুরস্কারযোগ্য। (সূরা বনি ইসরাঈল ১৭:১৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা বনি ইসরাঈল ১৭:২১**

১৮. তবে আখেরাতই মর্যাদা ও দান লাভের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ।

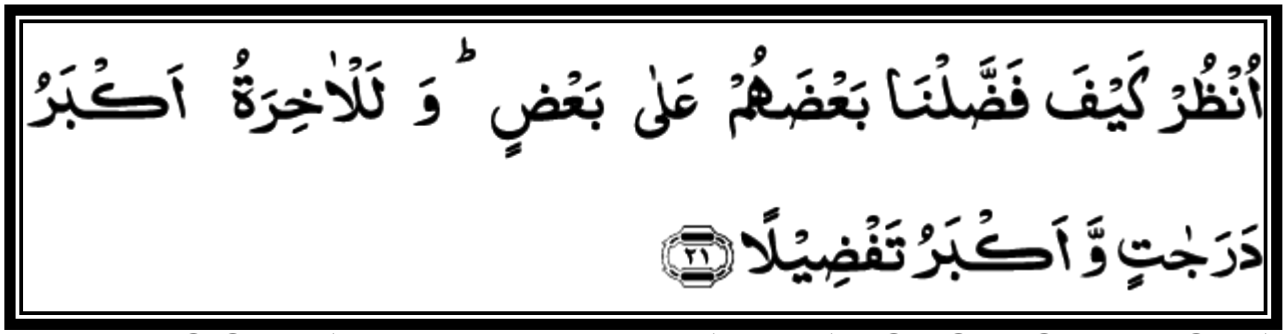
انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾

লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে উহাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, আখিরাত তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় মহত্তর ও গুণে শ্রেষ্ঠতর। (সূরা বনি ইসরাঈল ১৭:২১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা বনি ইসরাঈল ১৭:৪৫**

১৯. তুমি যখন কুরআন পাঠ করো, তখন আমরা তোমার আর যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না, তাদের মধ্যে একটি গোপন পর্দা লাগিয়ে দেয়।

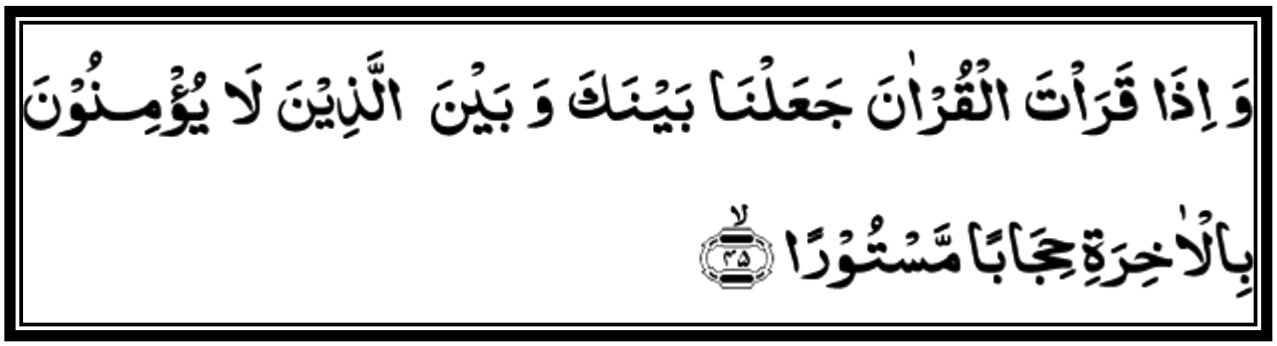
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾

তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের মধ্যে এক প্রছন্ন পর্দা রাখিয়া দেয়। (সূরা বনি ইসরাঈল ১৭:৪৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা বনি ইসরাঈল ১৭:৭২**

২০. যে এখানে (পৃথিবীর জীবনে) থাকে অন্ধ, সে আখেরাতেও থাকবে অন্ধ।

وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٧٢﴾

আর যে ব্যাক্তি এখানে অন্ধ সে আখিরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট। (সূরা বনি ইসরাঈল ১৭:৭২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা বনি ইসরাঈল ১৭:১০৪**

২১. বনি ইসরাইলিদের বলা হচ্ছে: যখন আখেরাতের ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে তখন আমরা তোমাদের সবাইকে একত্রে হাজির করবো।

وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ﴿١٠٤﴾

ইহার পর আমি বনী ইসরাঈলকে বলিলাম, তোমরা ভূপৃষ্ঠে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হইবে তখন তোমাদের সকলকে আমি একত্র করিয়া উপস্থিত করিব। (সূরা বনি ইসরাঈল ১৭:১০৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা ত্বহা ২০:১২৭**

২২. আর আখেরাতের আযাব তো অবশ্যই আরও অধিক কঠোর ও স্থায়ী।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ۭ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿١٢٧﴾

এবং এইভাবেই আমি প্রতিফল দেই তাহাকে, যে বাড়াবাড়ি করে ও তাহার প্রতিপালকের নিদর্শন বিশ্বাস স্থাপন করে না। পরকালে শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর ও অধিক স্থায়ী। (সূরা ত্বহা ২০:১২৭)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আখেরাত অবশ্যই সংঘটিত হবে। মানুষ এবং জ্বিন জান্নাত অথবা জাহান্নাম লাভ করবে। জান্নাতের জীবন অনেক আনন্দময় হবে এবং জাহান্নামের আযাব হবে অধিক কঠোর। আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। দুনিয়ায় আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

আমিন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/